সমকাল

তারিখ 02-OCT 2013
পৃ ৪ কলাম ২

কারিগরি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

দাবি যৌক্তিক, পদ্ধতি বিপজ্জনক

সরকারের শিক্ষা এবং গৃহায়ণও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর চলমান আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শিক্ষার্থীদের আমরা সাধুবাদ জানাই। প্রত্যাশা করি যে, পুনরায় আন্দোলন শুরুর প্রয়োজন হবে না। কারিগরি শিক্ষার্থীরা চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় সুপারভাইজার নয়, উপসহকারী প্রকৌশলী পদ পাবেন এবং পাস করার পর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বিবেচিত হবেন– বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে সরকারি এই সিদ্ধান্ত তার আগেই বাস্তবায়ন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে 'বিক্ষোভ' চলাকালে ভাংচুরসহ আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে যেসব আন্দোলনকারী আটক হয়েছেন, তাদের মুক্তির দাবি কতখানি গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আন্দোলনকারীদের মনে রাখা জরুরি যে, পেশাগত বৈষম্য নিরসনসহ যেসব দাবি তারা তুলে আসছেন, তার প্রতি দেশের মানুষের সহানুভূতি থাকলেও যেভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে ভাংচুর চালানো হয়েছে, তা কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। বৈষম্য নিরসনে দাবি জানানো যেমন পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, তেমনই ভাংচুরের কারণে যাদের সম্পদ বিনষ্ট এবং দৈহিক-মানসিক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তাদেরও অধিকার রয়েছে বিচারপ্রাপ্তির। দাবি আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বদলে গত কয়েকদিন রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থী যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল, তার সঠিক বিচার না হলে এ ধরনের অঘটন বাড়তেই থাকবে। আমরা চাই দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। বেশ কিছু দিন ধরে চলা একটি আন্দোলন কেন ভাংচুর শুরুর আগ পর্যন্ত আমলে নেওয়া হলো না, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দুটির নীতিনির্ধারকদেরও সেই জবাব দিতে হবে। এখন পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে বিধিমালা সংশোধনের যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেই উদ্যোগ কয়েকদিন আগে নেওয়া হলো না কেন? আমরা মনে করি, আন্দোলনের ফলে ভাংচুরের শিকার সাধারণ নাগরিকের ক্ষয়ক্ষতির দায় সরকার এড়াতে পারে না। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে যৌক্তিক দাবি পূরণে যেমন বিলম্ব চলবে না, তেমনই প্রকৃত দোষীদের বিচারের আওতায় আনতেই হবে। সঙ্গে চাই দূরদর্শিতাও।